৪৬

তারিখ 11 MAY 1997
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

গাজীপুরে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, *গাজীপুর থেকে*

নানা অনিয়ম ও প্রশাসনিক অব্যবস্থার কারণে গাজীপুরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষকদের শহরমুখী বদলির প্রবণতা ও অবহেলা এবং স্থানীয় শিক্ষক ও স্কুল পরিচালনা কমিটির দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অবহেলার কারণে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন স্কুলে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল কর্তৃক স্কুল পরিচালনা কমিটি গঠিত হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ছে। গাজীপুর জেলার মোট ৬টি থানায় বর্তমানে ৫৪৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৩৩টি বেসরকারী এবং ৫৭টি রেজিস্ট্রেশন বাদে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

গত '৯৬ সালে জেলায় ২ লাখ ৬৪ হাজার ৪শ' ৯৮ জন ছাত্র-ছাত্রী জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হয়— যা পূর্বের বছরের চেয়ে শতকরা ৭ ভাগ বেশি। কিন্তু ৫ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা পর্যন্ত শতকরা ২৪ দশমিক ৪৬ ভাগ ছাত্রছাত্রী ঝরে যায়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ইউনিসেফ (UNICEF) কর্তৃক খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রমের কারণে পূর্বের বছরগুলোর তুলনায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার মান ও পরীক্ষার ফলাফলের আশানুরূপ তেমন উন্নতি হয়নি। বরং এ কার্যক্রমের ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। স্কুল পরিচালনা কমিটি, শিক্ষক ও স্থানীয় অভিভাবক মহলের মাঝে বিরোধ বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক মহলেরও ভোগান্তি কম হচ্ছে না। চাল-গমের আশায় বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালয়ে হাজির থাকলেও লেখাপড়ায় মনোযোগী হয় না। শিক্ষকদের নানা ঝামেলা পোহাতে হয়। ফলে শিক্ষার কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাছাড়া খাদ্য উত্তোলন ও বণ্টনের দায়িত্ব স্কুল পরিচালনা কমিটির। আর এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা প্রণয়নে শিক্ষকবৃন্দ প্রচুর সময় ব্যয় করেন বলে পাঠদানে বিঘ্ন হয়। দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রাপ্য খাদ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে স্কুল পরিচালনা কমিটি এবং কতিপয় অসাধু শিক্ষকের জন্য। জানা গেছে, এসব কমিটির অসাধু কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে ২টি রেজিস্টার খাতা প্রস্তুত করে। একটিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখিয়ে অধিক পরিমাণ খাদ্য উত্তোলন করে।

আবার বিতরণের ক্ষেত্রে অপর রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়। অতিরিক্ত খাদ্য নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। বিতরণের ক্ষেত্রেও রয়েছে স্বজনপ্রীতি, অর্থাৎ প্রকৃতভাবে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর এ কার্যক্রমের আওতায় থাকার কথা, বাস্তবে দেখা গেছে সে সকল ছাত্র-ছাত্রীর পরিবর্তে অবস্থাসম্পন্ন ঘরের সন্তানেরা উক্ত কার্যক্রমের আওতাধীন হয়ে চাল-গম নিচ্ছে। এ ধরনের অভিযোগ সদর থানাধীন পূর্ব চান্দনা ও বাড়ীয়ালী নলজানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টিসহ জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে রয়েছে।

শিক্ষক ও স্কুল পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে রয়েছে নানা অভিযোগ। জেলায় বর্তমানে ৫শ' ২৫ জন প্রধান শিক্ষক এবং ২ হাজার ২শ' ৬১জন সহকারী শিক্ষকের পদ থাকলেও ১৮টি প্রধান শিক্ষক এবং ৮০টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। জেলায় প্রতিবছর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে জেলার স্কুলগুলোতে দু'শিফটে ক্লাস ও শিক্ষার কার্যক্রমে বিঘ্ন হচ্ছে। তাছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সময়মতো স্কুলে আসেন না।

জেলার বহুসংখ্যক স্কুলে ব্যবহার উপযোগী ঘর এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের খোলা আকাশের নিচে বা বেড়াবিহীন ছাউনির নিচে শিক্ষাক্রম চালাতে হচ্ছে। ফলে নিরাপত্তাহীনতার কারণে বিশেষ করে বর্ষাকালে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার হ্রাস পায়। এছাড়া জেলার বিদ্যালয়গুলোতে খাবার পানি ও টয়লেট সমস্যা উল্লেখযোগ্য। এ জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পার্শ্ববর্তী বাড়িসমূহে যেতে হয়।